Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৩: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

জনগণের উদ্যোগে পলি অপসারণ

২৬ নম্বর পোল্ডারের জনগণ স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মরা ভদ্রার তলদেশে জমে থাকা পলি অপসারণ করেছেন। এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেলেও সমাধানের কোন উপায় তারা বের করতে পারেনি। বসে ছিল সরকারি সহযোগিতার আশায়। এমতাবস্থায় জনগণের দুঃখ কষ্ট দূর করার উদ্যোগ নিলেন শোভনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সরদার আব্দুল গনি। পোল্ডার এলাকায় মাইকিং করে জানিয়ে দিলেন স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জিয়ালতলা স্লুইস গেটের ভিতর ও বাহিরের পলি অপসারণ করা হবে। সাধ্যমত সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয় জনগণ। ব্লু গোল্ড পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা জনগণের সাথে এক হয়ে এই পলি অপসারণ করেন।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শোভনা ইউনিয়নের ৭ ওয়ার্ডে ১৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দল নিয়ে গঠিত ২৬ নম্বর পোল্ডার। এই পোল্ডারে একমাত্র জিয়ালতলা স্লুইস গেট ছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য বিকল্প কোন পথ নেই। মরা ভদ্রা নদী বেষ্টিত এই স্লুইস গেটটিও কালের আবর্তে পলি দিয়ে ভরাট হয়ে গেছে। ফলে বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই প্লাবিত হয় এই পোল্ডার এলাকা, ডুবে যায় আমন ধানের বীজতলা, মাছের ঘের, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট ও ফসলের ক্ষেত। সবুজ ঘাসের মাঠগুলি পানির তলায় থাকাতে দেখা দেয় গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে এই এলাকার কৃষি নির্ভর ৪ হাজার পরিবার।

দীর্ঘদিন ধরে পলি জমা হতে হতে ভরাট হয়েছে ভদ্রা নদীর তলদেশ। এক সময়ের প্রমত্তা এই নদী আজ মরা ভদ্রা নামে পরিচিত। নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বর্ষার শুরুতেই নদীর দুই ধার ছাপিয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করে লোকালয়ে। সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার, শুরু হয় জনদূর্ভোগ।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে অত্র পোল্ডারে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শোভনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের আন্তরিক উদ্যোগে এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে দূর হয়েছে এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যা। নদীতে সৃষ্টি হয়েছে পানির প্রবাহ। যার ফলশ্রুতিতে এলাকায় বাড়ছে কৃষিজ উৎপাদন, শক্ত হচ্ছে জনগণের অর্থনৈতিক ভিত্তি। এরকম সফল উদ্যোগ পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে জনগণকে স্বাবলম্বী হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে জানালেন স্থানীয় জনগণ।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা

গবাদি প্রাণির টিকা কার্ড

গবাদি প্রাণিকে টিকা প্রদান করে টিকা সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম টিকা কার্ড চালু করেছে। মানুষকে টিকা দিয়ে যেভাবে টিকার তথ্য কার্ডে লেখা হয় এই কার্ডে গবাদি প্রাণির তথ্য সেইভাবে লেখা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির ক্ষেত্রে প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ে এই ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষকরা কার্ড দেখেই বলতে পারছেন তার প্রাণিটির কোন টিকা দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী কোন তারিখে টিকা দিতে হবে। এই হালনাগাদ তথ্যটি পরবর্তী সেবা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষিত টিকাদানকারীর মাধ্যমে পোল্ডার পর্যায়ে টিকা প্রদান করে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির মৃত্যুর হার কমানো এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহযোগিতায় ডিসেম্বর ২০১৪ পোল্ট্রি কর্মীদের জন্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

এই প্রশিক্ষণে খুলনা ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন পোল্ডার থেকে ২০ জন নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০১৫ গবাদি প্রাণির টিকাদানকারী তৈরির জন্য ১০ দিনব্যাপি অন্য একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। খুলনা ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন পোল্ডার থেকে ১৮ জন পুরুষ ও ২ জন নারী সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ১টি আইডি কার্ড, ১টি কিটবক্স এবং লাইভস্টক ওয়ার্কারদের জন্য ১টি করে বাই সাইকেলও প্রদান করা হয়। টিকাদান, কৃমিমুক্তকরণ এবং পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণি পালনে সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর পরিচালিত হয় এই প্রশিক্ষণ দুইটি। প্রতিজন পোল্ট্রি ও লাইভস্টক ওয়ার্কার ২৫০টি পরিবারকে সেবা প্রদান করছেন। কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদ লাইভস্টক ওয়ার্কারদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউপিতে কক্ষ বরাদ্দ দিয়েছে। একজন পোল্ট্রি ওয়ার্কার মাসে গড়ে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা এবং লাইভস্টক ওয়ার্কার ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা আয় করছেন। টিকা কার্ডে টিকা তথ্য সংরক্ষণ ও ঘরে বসে কম টাকায় প্রায়াজনীয় সেবা পাওয়ায় গবাদি প্রাণির টিকা প্রদানে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এবং সনাতনী চিন্তা ও কুসংস্কার দূর হচ্ছে বলে জানান টিকাদানকারীগণ।

ব্লু গোল্ড বার্তা

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমজি (পানি ব্যবস্থাপনা দল)	৩০৮টি
সংগঠিত ডব্লিউএমজিতে অর্ন্তভূক্ত সদস্য	মোট ৬৬,৩৯৮ (নারী ২৬,১৭৩, পুরুষ ৪০,২২৫)
নিবন্ধন প্রাপ্ত ডব্লিউএমজি	২৬৫টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমএ (পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন)	২৭টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ২৬৪টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৭০টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৪টি
বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১৭২ কিলোমিটার
স্লুইস গেইট নির্মাণ/সংস্কার	
খাল খনন/সংস্কার	৪৫.৮৩ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডব্লিউএমজি সদস্য	মোট ৫,৯৭৫ (নারী ২০১৩, পুরুষ ৩,৯৬২)
এলসিএসের আওতাভুক্ত সদস্য	মোট ১৪,১৯৮ (নারী ৫,১৭৬, পুরুষ ৯,০২২)
পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থার সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	২৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি টিমের জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে, যার অধিকাংশই পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিসের জন্যও কার্যকরী হতে পারে।

সাধারণ

- বিপদকালীন নির্গমন পথ ও নিরাপত্তামূলক যন্ত্রাদি চিনে রাখুন এবং অফিসে আগত অতিথিদেরও এ সম্পর্কে অবগত করুন।
- অফিসের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনার টেবিল, রান্নাঘর এবং শৌচাগার পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। ময়লার ঝুড়িতে আবর্জনা ফেলুন।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। শৌচাগার ব্যবহার এবং খাদ্য গ্রহণের আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
- অফিসে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। অফিসের বাইরে ধূমপান শেষে সিগারেটটি পরিপূর্ণভাবে নিভিয়ে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলুন।
- ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস রেখে চলাচলের পথ, বিশেষ করে জরুরি নির্গমন পথ বন্ধ রাখবেন না। ডকুমেন্ট নিজ নিজ ড্রয়ারে রাখুন।
- শিথিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ সম্পর্কে অফিস ম্যানেজারকে অবহিত করুন।

জরুরি অবস্থার সময়

- জরুরি অবস্থায় (অগ্নিকাণ্ড, সাইক্লোন ও ভূমিকম্প) অফিস ম্যানেজার এবং জরুরি সাহায্যে নিয়োজিত অফিস স্টাফের দেওয়া নির্দেশ মেনে চলুন।
- আগুন লাগলে দিশেহারা না হয়ে জরুরি নির্গমন পথ দিয়ে বেরিয়ে যান।
- ভূমিকম্প হলে ফার্নিচারের নিচে আশ্রয় নিন। ঘরের ভেতরের পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অধিকতর নিরাপদ।

মাছ চাষ ও বিক্রয়ে সমন্বিত উদ্যোগ

“গ্রামে যে সকল পাতিলওয়ালা তেলাপিয়া পোনা বিক্রি করে তাদের সাথে কথা বলে আমি মাছের পোনার দাম জানতে পারি। এরপর ঘরে বসেই মোবাইল ফোনে নার্সারারের সাথে যোগাযোগ করে বাজার যাচাই করি। কয়েকজনের সাথে আমি দরকষাকষি করে সবদিক থেকে সুবিধাজনক মনে হওয়ায় নার্সারার সহিদ গাজীর নিকট থেকে সাড়ে ৩ হাজার গিফট্ তেলাপিয়া পোনা ক্রয় করি। বাড়িতে বসে ভালো মানের পোনা বাছাই করে ৩ টাকা দরে পোনা ক্রয় করি যেখানে পোনার চলতি বাজার ছিল ৪ টাকা। এভাবে আমাদের দলের ৭ জনের জন্য একসাথে পোনা কেনার সময়ই সাশ্রয় করেছি সাড়ে ৩ হাজার টাকা। আসলে কেনার সময় জিততে না পারলে ব্যবসায় লাভ করা যায় না। আর ভালো জিনিস দেখে কিনতে না পারলে উৎপাদন ভালো হয় না।” নিজের বাড়ির আঙ্গিনার ছোট্ট পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলেন হাজেরা খাতুন।

পটুয়াখালী সদর উপজেলার পূর্ব বড় আউলিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের তেলাপিয়া বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য মোসা. হাজেরা খাতুন (১৮)। তার নেতৃত্বে বাড়ির আঙ্গিনার ছোট পুকুরে ব্যবসায়িকভাবে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে

এলাকার নারীরা। ঘরে বসেই বিভিন্ন মানুষের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে বাজার যাচাই করে হাজেরা মাছের পোনা কিনছে, অন্যদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিচ্ছে এবং মাছ বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীদের সাথেও যোগাযোগ করছে। ফলে তাকে সময় নষ্ট করে বাইরে যেতে হচ্ছে না। এতে একদিকে যেমন যাতায়াত খরচ লাগছে না অন্যদিকে ঘরে বসেই জানতে পারছে প্রয়োজনীয় তথ্য। যা নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ইতিমধ্যে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর মুগডাল বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের সংযোজক কার্যক্রম হিসেবে নারীদের সমন্বয়ে তেলাপিয়া বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করে বসতবাড়ির ছোট ছোট পুকুরে ব্যবসায়িকভাবে তেলাপিয়া মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই এলাকার প্রায় সব বাড়িতেই ছোট ছোট (৪-১০ শতাংশ) পুকুর আছে যেখানে বছরের ৫-৭ মাস মাছ চাষের উপযোগী পানি থাকে কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এই সকল পুকুরে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়নি। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাছ চাষে অধিক লাভের উদ্দেশ্যে হাজেরা প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেন উৎপাদন খরচ কমানোর, আর তার এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সাথে নেন আরও ৬ জন নারীকে। এই ৭ জনের দলনেতা হলেন হাজেরা খাতুন।

একা মাছ বিক্রি করলে অল্প মাছে ভালো দাম পাওয়া যাবে না কিন্তু একই মাছ পরিমাণে বেশী হলে বড় ব্যবসায়ীরা সেই মাছ কিনতে আসবে। তাই দলের সদস্যরা মিলে ঠিক করেছেন সবাই একসাথে মাছ বিক্রি করবেন। তাতে প্রচলিত বাজার দরের চেয়ে কিছুটা বেশী লাভ পাওয়া যাবে। তাদের এই বছরের সাফল্য অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান হাজেরার দলের সদস্যরা। হাজেরা এখন এলাকার অন্য নারীদেরও উৎসাহ দিচ্ছেন ব্যবসায়িকভাবে বাড়ির আঙ্গিনার ছোট পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য।

ব্লু গোল্ড বার্তা

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

বিকশিত হচ্ছে নারী নেতৃত্ব

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার গোলখালী ইউনিয়নের সুহুরী গ্রামের ঝর্না বেগম ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় ৪৩/২বি পোল্ডারের সুহুরী মিনি পোল্ডার পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। উদ্যমী এই নারী আমখোলা মুশুরীকাঠী পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনেরও যুগ্ম-সম্পাদক।

সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে নেতৃত্বের এ পর্যায়ে আসার পথ তার জন্য মোটেই মসৃণ ছিল না। নারী হয়ে নেতৃত্বে আসা ও পুরুষদের সাথে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাকে নিকট আত্মীয়সহ স্থানীয় প্রভাবশালীদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে পরিবারের সবাই তার এই সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়েছে এবং সব সময় উৎসাহ দিচ্ছে বলে তিনি জানান।

নির্বাচনে জয়ের পরে ঝর্না বেগম বলেন, 'হুদাই জিতি নাই, পিরতি পক্ষকে ভোটে পিছে হ্যালাইয়া তয় জিতছি। তয় অ্যাহোনো জেতা বাহি আছে, যেদিন সুষ্ঠুভাবে পানি উন্নয়নের কাম করতে পারমু আসল জেতা জিতমু তো হেই দিন।'

যে ঝর্না একদিন কথা বলতে পারত না, সে এখন নেতৃত্ব দেয়, দেশ, সমাজ ও সংসার নিয়ে ভাবে। বেশী লেখাপড়া করতে না পারার কষ্ট আজও তাকে পীড়া দেয়। মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই তার স্বপ্ন। ঝর্না বলেন, ব্লু গোল্ড এর কাজে অংশগ্রহণ না করলে এই স্বপ্ন হয়ত আমার দেখাই হতো। নারীরাও যে পানি ব্যবস্থাপনায় জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে এই কাজে সম্পৃক্ত হয়ে সেটা জানতে পেরেছি।

তার মতো অন্য নারীরাও নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে এবং পানি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন, শাক সবজি ও মৎস্য চাষ, গবাদি প্রাণি পালন ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানতে নিচের নম্বগুলোতে ফোন করুন।

- কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)- **১৬১২৩** (শুক্রবার ও ছুটির দিন ছাড়া সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি)- **১৬২৫০**
- বাংলালিংক কৃষি জিজ্ঞাসা- **৭৬৭৬** (কৃষি সংক্রান্ত তথ্য), **২৪৭৪** (কৃষি বাজার সংক্রান্ত তথ্য)
- গ্রামীণ ফোন জিপি কৃষি সেবা- **২৭৬৭৬**

উন্নয়ন ভাবনা

মো. রাসেল মিয়া
এফ.এফ.এস অর্গানাইজার
পোল্ডার ২

একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে আমি মনে করি, উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক ও সমন্বিত প্রক্রিয়া যার সাফল্য নির্ভর করে ঐ এলাকার স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং এলাকার সর্বস্তরের মানুষের চিন্তাভাবনা ও মন মানসিকতার উপর। স্থানীয় জনগণের চিন্তাভাবনা উন্নয়নমূখী না হলে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। আর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন মানসিকতার টেকসই পরিবর্তনের। এই টেকসই পরিবর্তনের জন্য নিম্নের উদ্যোগগুলো নেওয়া যেতে পারে।

- সমাজের সকল স্তরের জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা এবং কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- দেশের ৭০-৮০ ভাগ মানুষ কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এখনও আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল কৃষি। তাই কৃষির উন্নয়ন তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার জনগণের মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে দরকার মানুষের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা।
- যে কোন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি জনগণকে প্রমাণ সহকারে নিশ্চিত করা। (কৃষির ক্ষেত্রে পরীক্ষা প্ল্যান্ট স্থাপন করা)
- সবার মাঝে নেতৃত্ব বিকাশের মানসিকতা তৈরি করা ও নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- উন্নয়নের খবরগুলো স্থানীয় ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচার করা।
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিজের সম্পদের মত মূল্যায়ন করা ও তার পুন:উৎপাদনে কার্যকরী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন ক্রসকাটিং বিষয় যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার, মানবাধিকার, স্যানিটেশন ও দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

উন্নয়ন কার্যক্রমে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ টেকসই উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লু গোল্ড পরিচিতি সভা

১৩ ডিসেম্বর বকুলবাড়ীয়া ও ১৪ ডিসেম্বর কলাগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে দিনব্যাপি প্রকল্প পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব, সকল সদস্য, ডব্লিউএমজির অ্যাডহক কমিটির আহবায়ক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার এই দুই ইউনিয়ন পরিষদ সম্প্রতি ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর অন্তর্ভূক্ত পোল্ডার ৫৫/২সি তে অবস্থিত।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, প্রক্রিয়া, স্টেকহোল্ডার, কর্ম এলাকা, সময়সীমা, সীমাবদ্ধতা, ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা, ডব্লিউএমজি-ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সভায় তথ্য ও ধারনা প্রদান করা হয়। পরে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখা দেওয়া হয়।

সমাপ্তি পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও ডব্লিউএমজি প্রতিনিধিগণ স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বার্থে সার্বিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উক্ত পরিচিতি সভায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

চাঁদগড়ের গল্প

নদী ভাঙ্গন ২৯ নম্বর পোল্ডারের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি। এই পোল্ডারের বারআড়িয়া এবং চাঁদগড় এলাকা প্রতিবছর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে।

চাঁদগড় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম যা আপার ভদ্রা নদীর পশ্চিম পাশে এবং ২৯ নম্বর পোল্ডারের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে অবস্থিত। এই পোল্ডার ১৯৬৬-৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে নদী ভাঙ্গনের সমস্যা শুরু হয়েছে আনুমানিক ১৯৫০ সাল থেকে। এলাকাবাসীর মতে, আপার ভদ্রা নদীর দুই পাড়ে বেলে মাটির আধিক্য এবং প্রস্থ ও গভীরতা অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে নদী ভাঙ্গনের সূচনা হয়।

৬০ এর দশকে নির্মাণ করা বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ৭০ এর দশক থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০-১১ বার রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ইপসাম প্রকল্প চলাকালীন সময়ে দুইবার এই স্থানে রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করা হয় এবং ইপসাম প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আরও একবার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করে।

গত কয়েক বছরে নদী ভাঙ্গনের কারণে বাঁধটি আবার ভেঙ্গে যায়। ২০১৪-১৫ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২৯ নম্বর পোল্ডারে অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের কাজ হাতে নেয়। কিন্তু ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এ স্থায়ী প্রটেকশনের বিধান না থাকায় চাঁদগড় এলাকায় নতুন করে রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের সাথে কয়েক দফা মিটিং করা হয়। তবে এলাকার জনগণ জায়গা দিতে রাজি না হওয়ায় তা বিলম্বিত হয়। স্থানীয় নেতৃত্বের মৌখিক আশ্বাসের কারণে তারা স্থায়ী প্রটেকশনের আশায় ছিল, যার ফলে বিকল্প বাঁধের জন্য ততটা আগ্রহী ছিল না। অবশেষে বিভিন্ন কারণে স্থায়ী প্রটেকশন বাস্তবায়িত না হওয়ায় এলাকাবাসী ক্ষয়িত বাঁধের কিছু দূরে জায়গা দিতে রাজি হয় এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু নির্মাণ চলাকালীন সময়ে 'কোমেন' সাইক্লোনের আঘাতে বাঁধটি বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে যায় এবং এলাকাটি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রামবাসী স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী রিং বাঁধ নির্মাণ করে। রিং বাঁধটি প্রাথমিকভাবে এলাকাকে রক্ষা করলেও এক সময়ে এটি ভেঙ্গে পোল্ডারে পানি ঢুকে যায়। এতে প্রায় ৩ হাজার একর জমিতে ধান এবং মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৫টি গ্রামের প্রায় ২ হাজার ঘরবাড়ীও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি বাবস্থাপনা দলের সহযোগিতায় এবং এলাকাবাসীর সম্মতিতে আরো ভিতরের দিকে নতুন রিটায়ার্ড বাঁধের সীমানা নির্ধারণ করে। আশা করা হচ্ছে, জমির ব্যবস্থা হলে চলতি অর্থ বছরেই বাঁধটি নির্মাণ করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে জনগণ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

মিনি পুকুরে লবণমুক্ত পানি সংরক্ষণ করে ধান, মাছ এবং রবি শস্য চাষ

বর্ষার সময় জমিতে মিনি পুকুর খনন করে লবণমুক্ত পানি সংরক্ষণ করা যায়

আমন ধান চাষের পাশাপাশি জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত মিনি পুকুরে মাছ চাষ করা যায়

আমন ধান কাটার পর এই লবণমুক্ত পানি দিয়ে তরমুজ সহ অন্যান্য রবি শস্য চাষ কার যায়

আবাদী জমিতে মাত্র ১ শতাংশ পুকুর খনন করে মাছ চাষে ২,৫০০ টাকা এবং ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে তরমুজ উৎপাদন করে ১৮,০০০ টাকা আয় করা যায়

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: আনিস পারভেজ ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ ॥
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ॥
সংবাদ সহায়তায়: শওকত আরা বেগম, শীতল কৃষ্ণ দাস, জাহাঙ্গীর আলম, ডা. মুনীর আহমেদ, ফারজানা রহমান মৌরী, ফেরদৌস হাসনাইন ইভান, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, চন্দন সরকার, মো. শহিদুল ইসলাম॥

যোগাযোগ: নির্বাহী সম্পাদক, ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram